প্রশ্ন : পরশুরামের 'লম্বকর্ণ' গল্পের শিল্পরূপ আলোচনা করো।

উত্তর : 'গড্ডলিকা' গ্রন্থের সবচেয়ে নিটোল এবং পরিপুষ্ট গল্প হল লম্বকর্ণ। গল্পটি বেশ কয়েকটি দিক থেকে পরশুরামের গল্পের ধারায় তাৎপর্যপূর্ণ স্থান জুড়ে আছে। প্রথমত, বংশলোচন বাবুর বৈঠকখানার আড্ডা পরশুরামের প্রথম পর্বের তিনটি গল্প গ্রন্থের ছটি কাহিনীতে আছে — 'লম্বকর্ণ', 'দক্ষিণ রায়', 'স্বয়ম্বরা', 'মহেশের মহাযাত্রা', 'রাতারাতি', 'গুরু বিদায়'। এই আড্ডার গল্প কথক হিসেবে কেদার চাটুজ্জে 'কজ্জলী' বই থেকে কেন্দ্রীয় ভূমিকা গ্রহণ করে। এই ধারার প্রথম গল্প 'লম্বকর্ণ'-এ কেদার চাটুজ্জের গুরুত্ব আছে প্রাধান্য নেই, সূচনা আছে কিন্তু বিকাশের জন্য পাঠককে 'দক্ষিণ রায়' গল্পটি পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। 'লম্বকর্ণ'-এ কেদার চাটুজ্জেকে দিয়ে একটি গৌণ ক্ষুদ্র কাহিনী বলান হয়েছে — চরণ ঘোষের পোষা পাঁঠা 'ভুটে'র রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারে রূপান্তরের কথা। কেদার চাটুজ্জের বলা গল্পের বিশেষ ছাপটি এখানেও আছে তা-হল আজগুবি রসের বিস্তার। ব্যঙ্গকে রঙ্গে পরিণত করতে আজগুবি প্রসঙ্গের সাহায্য গ্রহণ পরশুরামের একটি অতি প্রিয়ভঙ্গি। উদ্ভট কল্পনার অবিশ্বাস্য অতিবিস্তার উচ্চহাস্যের পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে কিন্তু তার ভিত্তিতে বিদ্ধ ব্যঙ্গের সূক্ষ্ম কাঁটাটিও সতর্ক পাঠকের দৃষ্টি এড়ায় না। এক্ষেত্রে নিরীহ পাঁঠার মাংস খেতে খেতে ভীষণ শার্দূলে রূপান্তর মানব স্বভাবের প্রতি নিশ্চিত কটাক্ষ।

কেদার চাটুজ্জের এই প্রথম আবির্ভাব সূত্রে তার উৎস বিষয়ে চিন্তা করা যেতে পারে। ত্রৈলোক্য মুখোপাধ্যায়ের গল্প কথক ডমরুধরের উত্তর পুরুষ হিসেবে একে চিনে নেওয়া কঠিন নয়। আজগুবি রসবিলাসে এদের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য। তবে ডমরু নিজেই যেখানে সমাজ-ব্যঙ্গের প্রধান বিষয়রূপে চিত্রিত, কেদার চাটুজ্জে সেক্ষেত্রে দূরস্থিত বিষয়ী এবং উপভোক্তা। তাকে সামাজিক পাপাচরণ স্পর্শ করেনি। তাছাড়া ডমরুর গ্রামীণতা থেকে সে নাগরিকতায় উত্তীর্ণ। তার পেছন দিকে মজিলপুর, চরণ ঘোষ প্রভৃতি গ্রামীণ পটভূমি আছে। নিজের ইংরেজি না জানা এবং সেকালীন প্রবণতার কিছু বহিরাবরণও আছে, কিন্তু আসল লোকটি মনের অভ্যন্তরে আধুনিকতার নাগরিক পরিমার্জনায় উজ্জ্বল। এই প্রথম গল্পে কথক হিসেবে কেদার চাটুজ্জে প্রতিষ্ঠিত নয়। লেখক স্বয়ং এখানে গল্পকথক। চাটুজ্জে চরিত্র হিসেবে বিশেষ গুরুত্ব পেলেও কাহিনীর মুখ্য পাত্রও নয়। কিন্তু একটি প্রাসঙ্গিক ক্ষুদ্র পার্শ্বকাহিনী তাকে দিয়ে বলান হয়েছে — ভবিষ্যৎ গল্পের পূর্বাভাস তার মধ্যে মিলছে।

বংশলোচন বাবুর বৈঠকখানায় যে গল্পের আসর বারবার বসতে দেখেছি তা বাস্তবতা ও ব্যঙ্গের মিশ্রণে তৈরি হয়েছে। এই আসরের স্থান-পরিচয়, সাজসজ্জা এবং

পাত্র-পরিচয়ে ব্যঙ্গশিল্পীর সজাগ নিপুণতা লক্ষ্য করা যায়। বিনোদ উকিল, উদয় এবং নগেন, স্বয়ং বংশলোচনবাবু এবং তার পশ্চাৎপটে ঈষৎ অন্তরালবর্তিনী মানিনী দেবী পরশুরামের গল্পের বিশিষ্ট টাইপ এবং প্রতিনিধিত্বমূলক মানুষ। এই গল্পের আসরে প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ববর্তী অর্থাৎ ১৯২৩ থেকে ১৯৩৮ সালের মধ্যবর্তী কলকাতার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালীর জীবনধারার একটি বাস্তব রূপ ধরা পড়েছে। সমাজজীবনে তীব্র সমস্যা নেই, ঢিলেঢালা মেজাজের গল্প বলার এবং শোনার অবকাশ আছে।

স্বভাবতই ভূত জন্তু জানোয়ার এসেমব্লি নির্বাচন প্রভৃতি নিয়ে নানা আজগুবি কাহিনী উপভোগ করবার অবকাশ তখনকার বাঙালির ছিল। 'হনুমানের স্বপ্ন'-এ এই কেদার চাটুজ্জেই সেকালের জীবন পরিবেশের তথা গালগল্পের স্বরূপটি ব্যাখ্যা করে বলেছে 'তখন রাজনীতি চর্চার এত রেওয়াজ ছিল না, আর ভদ্রলোকের ছেলের অন্নচিন্তাও এমন চমৎকার হয়নি। দু-একটা পাশ করতে পারলে যেমন তেমন চাকরি জুটে যেত। লোকের তাই উঁচুদরের বিষয় আলোচনা করার সময় ছিল। ছোকরারা চিন্তা করত বউ ভালবাসে কি বাসেনা। যাদের সেই সন্দেহ মিটে গেছে তারা মাথা ঘামাত — ভগবান আছেন কি নেই' [মহেশের মহাযাত্রা]। আমরা দেখেছি চিকিৎসা সঙ্কট-এ নন্দের বৈঠকখানার বন্ধুরা, তারই উপর নানা ধরণের ডাক্তারী পদ্ধতির পরীক্ষা নিরীক্ষা নিয়ে গল্পগুজবের আসর জমিয়ে তুলেছে। এমনকি 'ভুশণ্ডীর মাঠে'-র তিন ভূতে মিলে তামাকের ধোঁয়ায়, কালোয়াতি গানে, দাম্পত্য জীবনের নিজ নিজ অভিজ্ঞতার কাহিনীতে এক বৈঠকী গল্পের পরিবেশ গড়ে তুলেছে। বংশলোচনবাবুর বৈঠকখানা পরশুরামের প্রথম পর্যায়ের বহু গল্পে ব্যবহৃত আড্ডার পটভূমিটির তাৎপর্যপূর্ণ প্রতিনিধিত্ব দাবি করতে পারে।

এই গল্পে একটি ছাগলকে কাহিনীর কেন্দ্রে স্থাপন করা হয়েছে। গল্পের অন্যান্য চরিত্রগুলির মত তো বটেই, প্রধান পাত্রপাত্রী বংশলোচন-মানিনীর সমকক্ষ চরিত্র-বৈশিষ্ট্য সে লাভ করেছে। পশু ও মানুষের তির্যক সম্পর্ক আমাদের দেশের অনেক বড় লেখকের গল্পে বিশেষ বিশেষ তাৎপর্য নিয়ে দেখা দিয়েছে। প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের 'আদরিণী', শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' প্রভৃতি গম্ভীর রসের গল্পে পশু ও মানুষের সম্পর্ক একটা অতিরিক্ত মানবিক মাত্রা লাভ করেছে। পরশুরাম এই সম্পর্ককে ব্যঙ্গের দৃষ্টিতে আবিষ্কার করতে আরম্ভ করলেন এই গল্প দিয়ে। পরবর্তীকালে এই জাতীয় প্রয়োগ তাঁর বহু গল্পে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছে। লম্বকর্ণের ভূমিকা ব্যবহারে লেখক অতি সতর্কভাবে তার ছাগচরিত্র রক্ষা করে চলেছেন, কোথাও অতিলৌকিক আজগুবি কল্পনা তাকে আশ্রয়

করেনি। তার কোন কার্য অবাস্তব বা অবিশাস্য নয়, আতিশয্য আছে কিন্তু তার মাত্রা বিশ্বাসের সীমানা ছাড়ায়নি, অথচ ব্যবহারের কৌশলে লম্বকর্ণের প্রতিটি কার্য বিস্ময়কর এবং ঘটনা নিয়ন্ত্রণকারী শক্তিতে পরিণত। গল্পের ক্লাইম্যাকস্ তৈরিতে এবং পরিণতি বিধানে তাকে সক্রিয় ভূমিকা দেওয়া হয়েছে। দাম্পত্য-কলহ ও মিলনে ছাগলের এই ভূমিকা কৌতুকের।

'গড্ডলিকা'-র অন্যান্য গল্পের মত এখানে কতকগুলো খণ্ডচিত্রের ক্রম পরম্পরা কাহিনীর দেহ গঠন করেছে। যেমন লম্বকর্ণের সঙ্গে বংশলোচনের সাক্ষাৎকার, বংশলোচনের বৈঠকখানায় আড্ডাধারীদের লম্বকর্ণ প্রাপ্তিতে প্রতিক্রিয়া, মানিনী দেবীর ক্রোধ, বৈঠকখানায় গভীর রাত্রে লম্বকর্ণের কীর্তিকাহিনী ও বংশলোচনের কার্য, নটবর নন্দীর হাতে লম্বকর্ণ সমর্পণ, বিধ্বস্ত কেরাসিন ব্যাণ্ড পার্টির লম্বকর্ণ প্রত্যর্পণ এবং সর্বশেষে লম্বকর্ণ বিসর্জন পর্যায়ে আকস্মিক প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং দাম্পত্য-মিলনে লম্বকর্ণের ভূমিকা। এই খণ্ড চিত্রগুলি আদৌ বিচ্ছিন্ন নয়, পরস্পর গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট। লম্বকর্ণের স্বভাব চরিত্র এবং তাকে অবলম্বন করে অপর লোকেদের স্বভাব চরিত্রের নানা দিক এর মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট। লম্বকর্ণ সংক্রান্ত প্রতিটি অভিজ্ঞতা বংশলোচনের পক্ষে অধিকতর মর্মান্তিক হয়ে উঠেছে। এইভাবে লম্বকর্ণ বর্জনের পটভূমি তৈরি হয়েছে। খণ্ড চিত্রগুলিকে নিটোল গল্পে এভাবে পূর্ণতা দান 'গড্ডলিকা'-র অন্যত্র দেখা যায় না। চাটুজ্জে কথিত 'ভুটে' কাহিনী অসংশ্লিষ্ট স্বতন্ত্র প্রসঙ্গরূপে গণ্য হতে পারে। কিন্তু তাকেও গল্পকার লম্বকর্ণ কাহিনীরই একটি আত্মিক প্রতীকী রূপ হিসেবে ব্যঞ্জিত করে তুলেছেন। ভুটেতে লম্বকর্ণে যে পার্থক্য আছে একথা গল্পপাঠক সাময়িকভাবে ভুলে যান এবং লম্বকর্ণের মহান কীর্তিসমূহ ছাগলকে অনায়াসে ব্যাঘ্রের গৌরব দান করে।

'গড্ডলিকা'-য় সব গল্পেই ব্যাঘ্র চরিত্রের গড্ডল প্রবাহ লক্ষ্য করা গেছে। লম্বকর্ণ বয়নে নিপুণতর হলেও উক্তরীতি থেকে বিচ্যুত নয়। শোভাযাত্রায় মতই এক এক করে চরিত্রের পরিচয় পাঠকের সামনে প্রকাশ পেয়েছে। জমিদার বংশলোচন — লম্বকর্ণ — উদয় — নগেন — চাটুজ্জে — বিনোদ — টেপী — ঘেণ্টু — চুকন্দর সিং — সদল লাটু বাবু। মাত্র বংশলোচন, লম্বকর্ণ, চাটুজ্জে প্রথম পরিচয়ের পরেও অন্যান্য ঘটনা প্রসঙ্গে পূর্ণতর রূপ নিয়ে বিকশিত হয়েছে।

মোটকথা, 'গড্ডলিকা' বইয়ে অনুসৃত গল্প-কথনরীতির কতকগুলি সাধারণ ঢঙ বজায় থাকলেও লম্বকর্ণ পূর্ণতর শিল্পনৈপুণ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত এবং পরবর্তী বহুতর উপাদান ও প্রবণতার পথিকৃৎ।